চিত্রযুগের

এই পৃথিবী পান্থনিবাস

মিতালী ফিল্মস পরিবেশিত

রোহিনী কুমার বসু ও অমর নান প্রযোজিত

চিত্রযুগের এই পৃথিবী পান্থনিবাস

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **অরবিন্দ মুখার্জী**। কাহিনী : **রমাপদ চৌধুরী**।
সংগীত : **রাজেন সরকার**। রবীন্দ্র-সংগীত তত্বাবধানে : **সুচিত্রা মিত্র**।

চিত্রগ্রহণ : কৃষ্ণ চক্রবর্তী ॥ সম্পাদনা : সুবোধ রায় ॥ শিল্প-নির্দেশনা : সুনীতি মিত্র ॥ রূপসজ্জা : অনাথ মুখার্জী ॥ কর্মাধ্যক্ষ : অনাদি বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ পুনশব্দযোজনা ও সংগীত গ্রহণ : সত্যেন চট্টোপাধ্যায় ॥ শব্দগ্রহণ : অনিল দাশগুপ্ত, সোমেন চ্যাটার্জী ॥ পরিচয়লিখন : দিগেন ষ্টুডিও ॥ স্থিরচিত্র এড্না লরেঞ্জ ॥ পটশিল্পী : বলরাম চ্যাটার্জী ॥ পোষাক সরবরাহ : সিনে ড্রেস ॥ ষ্টুডিও তত্বাবধানে : আনন্দ চক্রবর্তী ॥ রসায়নাগারে : জ্ঞান ব্যানার্জী, কমল দাস, বাদল দাস, কালীপদ ঘোষ, সুনীল ব্যানার্জী ॥ দৃশ্যসজ্জা : চিরঞ্জীব শর্মা, ৺বৈজু, বেণু, বিশাল, দ্বিজ, তমেশ্বর, হরেন, হরিপদ, চেমা ॥ আলোক-সম্পাতে : প্রভাস ভট্টাচার্য্য, ভবরঞ্জন দাস, সুনীল শর্মা, তারাপদ, কাশী কাহার, সুভাষ ॥ প্রচার-পরিকল্পনা ৺ফনীন্দ্র পাল ॥ প্রচার-অঙ্কনে : পূর্ণজ্যোতি ভট্টাচার্য, সত্য চক্রবর্ত্তী, গীত-রচনা : রবীন্দ্রনাথ, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপ নারায়ণ মিঠৌলিয়া ॥

কণ্ঠ সংগীতে : **হেমন্ত মুখার্জী, আরতি মুখার্জী, সুচিত্রা মিত্র, সুমিত্রা রায়** ॥

নৃত্য-পরিকল্পণা : শম্ভু ভট্টাচার্য।

: অভিনয়ে :

সন্ধ্যা রায়, রঞ্জিৎ মল্লিক, সুমিত্রা মুখার্জী, ছায়া দেবী, কালী ব্যানার্জী, অনুপকুমার। সন্তোষ দত্ত বনানী চৌধুরী, সুলতা, সিপ্রা মিত্র, শোভা সেন, শেখর চ্যাটার্জী, তপতী রায়, সর্ব্বেন্দ্র, তপতী ব্যানার্জী, সুব্রত সেন, বিপ্লব চ্যাটার্জী, অনাদি ব্যানার্জী, বলরাম রায়, উষা শর্মা, প্রমিলা ত্রিবেদী, ডাঃ বলাই দাস, পরিতোষ রায়, হাবুল রায়, মাষ্টার প্রশান্ত, মাঃ লোটন, করুণা, বাপ্পা, জুয়েল, রীণা প্রভৃতি।

: সহকারীবৃন্দ :

প্রধান সহকারী পরিচালক : **জগদীশ মণ্ডল**।

চিত্রনাট্য-সহকারী : দেবাংশু বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ পরিচালনায় : অমিয় বসু, মিহির সরকার, সনৎ মহান্ত ॥ ব্যবস্থাপনায় : প্রদীপ চ্যাটার্জী, অসিত বোস, হাবুল রায় ॥ সম্পাদনা : নিমাই রায় ॥ শিল্প-নির্দেশনা : বুদ্ধদেব ঘোষ ॥ চিত্রগ্রহণে : অনিল ঘোষ, স্বপন নায়ক, বাউরী জানা ॥ পুনশব্দ যোজনা ও সঙ্গীত গ্রহণ : বলরাম বারুই, প্রভাস বর্মন ॥ রূপসজ্জা : পঞ্চু দাস, বিলু রাণা ॥ শব্দ-গ্রহণ : বাবাজী শ্যামল ॥ সংগীত : রীতেন সরকার।

: কৃতজ্ঞতাস্বীকার :

বে ভিউ হোটেল, চক্রতীর্থ-পুরী ॥ পুরীর অধিবাসীবৃন্দ ॥

টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিওতে গৃহীত এবং ধীরেন দাশগুপ্তের তত্বাবধানে ফিল্ম সার্ভিসেস ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত।

বিশ্ব-পরিবেশনা : **মিতালী ফিল্মস প্রাইভেট লিমিটেড**।
৪৭, লেনিন সরণি, কলিকাতা-৭০০০১৩

কাহিনী

ভুবনেশ্বরের 'পান্থপাদপ' হোটেলের মালিক হিমাদ্রি ব্যানার্জি সদ্বংশের সন্তান। তাঁর বাপ-ঠাকুর্দ্দা ছিলেন পরম ধার্মিক এবং পরোপকারী।

এখন যে বাড়ীটিতে হিমাদ্রিকে সংসারের অভাব মেটানোর জন্যে হোটেল করতে হয়েছে, বাপ-ঠাকুর্দ্দার আমলে সেই বাড়ীটা ছিল অতিথিশালা। যাঁরা ভুবনেশ্বরে তীর্থ করতে আসতেন, তাঁরা এখানে থাকতেন, খেতেন। আজ অবস্থার বিপাকে সেই অতিথিশালাকে হোটেল করতে হয়েছে। এ দুঃখ হিমাদ্রির মন থেকে কিছুতেই যেতে চায়না।

হোটেলটাই তাঁর প্রাণ। বোর্ডারদের সুখ সুবিধাই তাঁর একমাত্র চিন্তা তবুও কথা শুনতে হয়। মানুষ তো সবাই সমান নয়। নানা চরিত্রের মানুষের সম্মুখীন হতে হয় তাঁকে। হিমাদ্রিবাবুর সংসার বলতে তাঁর স্ত্রী গিরিবালা আর একমাত্র মেয়ে বেলু। বেলু প্রাইভেটে বি,এ, পড়ে।

হোটেলে এসেছে কলকাতার এক ধনী সন্তান, নাম তার সুপ্রিয়। সুপ্রিয়র প্রাণোচ্ছল ব্যবহার সকলেরই ভাল লাগে। বেলুর ও লেগেছিল। এমন সময় একজন বিরাট অফিসার, সপরিবারে এসে উঠলেন হোটেলে। তাঁর মেয়ে রুমা রূপ যৌবনের জৌলুসে আধুনিকতার চাকচিক্যে সুপ্রিয়কে আকর্ষণ করলো। আরও অনেক চরিত্রের মানুষ আসছে-যাচ্ছে। কেউ চোর; কেউ স্বার্থান্বেষী, কেউ নিরলস কর্মী। কেউ সৎ কেউ অসৎ। যেমন সারা পৃথিবী জুড়ে নানা চরিত্রের সমাবেশ, এই হোটেলেও তাই।

এক নিরাত্মীয়া ধর্ম্মানুসন্ধানী সূচিবাইগ্রস্তা বৃদ্ধা এসে জুটলেন এদের মাঝে। প্রথমে সেই বৃদ্ধাকে প্রায় সকলেই 'দূরছাই' করেছিল। কিন্তু তাঁর আপনকরা ব্যবহার সবাই ধীরে ধীরে তাঁর আপনজন হয়ে উঠলো তিনি হলেন সকলের বুড়িমা - বুড়ি দিদিমা।

সুপ্রিয় একদিন বসন্তরোগাক্রান্ত হয়ে পড়লো। প্রায় সকলেই পালালো হোটেল ছেড়ে। প্রমাণ করে গেল তাদের নকল ভালবাসা। কিন্তু ছেড়ে গেলনা তারা-যারা তাকে সত্যিই ভালবেসেছিল।

চাকরির সন্ধানে আসা পাঞ্জাবী মেয়ে শিখিনী। মেডিকেল অফিসার মৈনুদ্দিন সাহেব। হিমাদ্রিবাবু, গিরিবালা, বেলু, হোটেলের ঝি যৌতুকি আর বুড়িমা, এরা সবাই আপ্রাণ সেবা দিয়ে সারিয়ে তুললো সুপ্রিয়কে।

সুপ্রিয়র বাবা ভাস্করবাবু ছেলের অসুখের খবর পেয়ে ছুটে এলেন কলকাতা থেকে। বেলু সুপ্রিয়র ঘনিষ্টতায় সন্দেহ হলো তাঁর। এই নিয়ে হোটেলের মালিকের সঙ্গে প্রচণ্ড ঝগড়া। এ ঝগড়া চরমে উঠতেই, সেই বৃদ্ধা সেই সকলের বুড়িমা এগিয়ে এল, প্রতিবাদ জানাতে।

বেলু-সুপ্রিয়র পরিণতি কি হলো? ভালবাসা পেল কি চরম পুরস্কার। এসব জানতে হলে আসুন—"এই পৃথিবী পান্থনিবাস"-এ। যেখানে শুধুই চলছে যাওয়া-আসা।

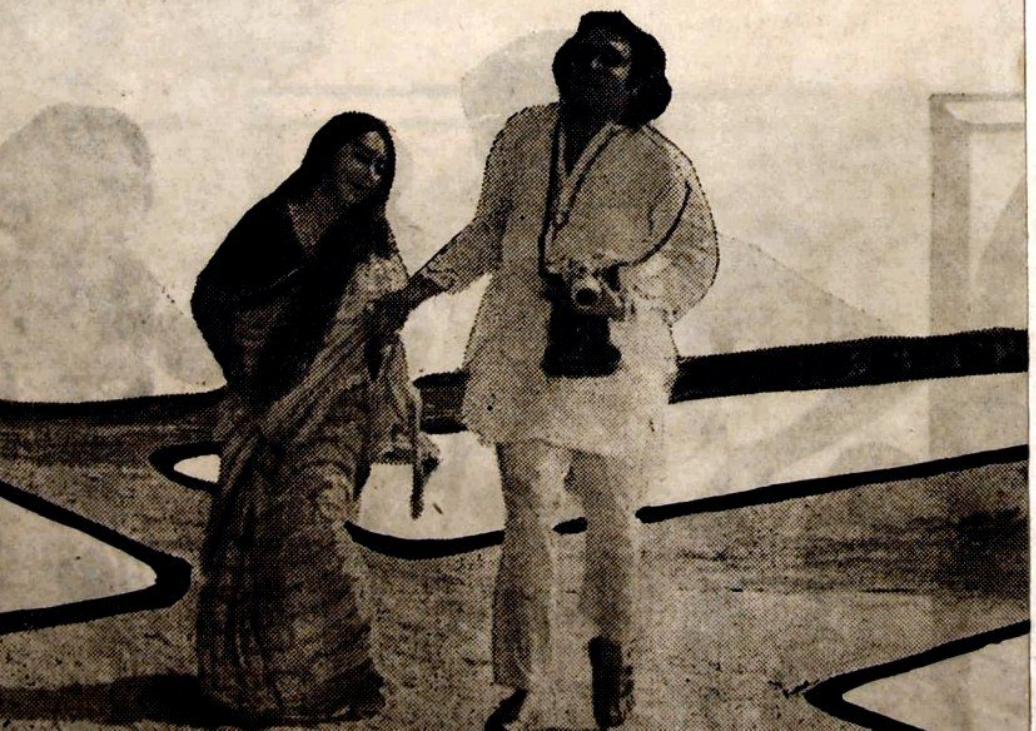

সঙ্গীত

(১)

পৃথিবী তোমার এই পান্থশালায়
আমি দু'দিন রয়ে গেলাম।
দুদিনেরই ভালবাসা
দুদিনেরই সুখ
আমি দু'হাত ভ'রে নিলাম॥
সূর্য্য দেখেছি আমি তোমার আকাশে
বুক ভ'রে গেছে মোর ভোরের বাতাসে
সন্ধ্যার রাঙা রঙ, তাও দেখলাম॥
মমতার বন্ধনে বাঁধা ছিলাম আমি
লেনাদেনা করলাম সারা এবার পথে নামি
পার যদি মনে রেখো এহাসি খেলায়
ফেলো নাগো আঁখিজল বিদায় বেলায়
স্মৃতি মোর থাকে থাক আমি চললাম।
আমি ভালবেসে গেলাম॥

কথা : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। কণ্ঠ : হেমন্ত।

(২)

ক্যায়সে ব্যতাউঁ দিন গয়ে কিত্‌নে
আয়ে কিতনে।
রোনেকে কিত্‌নে অব হাঁসনেকে কিত্‌নে॥
খুদ সে যো বেখুদ শিক্‌ওয়া ক্যায়সা
ফির গিলা কেয়া হ্যায়
জিন্দগী এ্যাইসী নাফরৎ ছোড়কে
ফির মিলা কেয়া হ্যায়
ক্যায়সে গিনে দিন গয়ে জিত্‌নে
পানেকে কিত্‌নে খোনেকে কিত্‌নে
হাঁসনেকে কিত্‌নে ; আয়ে কিত্‌নে॥
জগ রুঠে রুঠো মৎ শঙ্কর
অব্‌লা' ময় মজবুর।
নয়না প্যায়াসে প্যায়াসা হ্যায় মন
পনঘট কীত্‌নী দূর।
মন্‌জিল কি অব্‌তো রাহ্‌ বাতা দে
পন্থ দিখা দো রে।
নাও ভঁওরমে গো তে খায়ে
ভগবান বাঁচা দো রে।
কায়সে গিনে দিন গয়ে যিত্‌নে
জিনেকে কিত্‌নে মরণেকে কিত্‌নে
হাঁসনেকে কিত্‌নে আয়ে কিত্‌নে।

কথা :—দীপ নারায়ণ মিঠোলিয়া।
কণ্ঠ :—আরতি মুখার্জী।

(৩)

ফাগুণ হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান
তোমার হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান
আমার আপন হারা প্রাণ
আমার বাঁধন ছেঁড়া প্রাণ॥
তোমার অশোকে কিংশুকে
অলক্ষ্য রঙ্‌ লাগলো
আমার অকারণের সুখে
তোমার ঝাউয়ের দোলে
মর্মরিয়া ওঠ আমার দুঃখ রাতের গান॥
পূর্ণিমা সন্ধ্যায় তোমার রজনীগন্ধায়
রূপ সাগরের পারের পানে উদাসীমন ধায়
তোমার প্রজাপতির পাখা
আমার আকাশ চাওয়া মুগ্ধ চোখের
রঙিন স্বপন মাখা
তোমার চাঁদের আলোয়
মিলায় আমার দুঃখ সুখের
সকল অবসান॥

কথা : রবীন্দ্রনাথ। কণ্ঠ : সুমিত্রা রায়।

(৪)

আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ
সুরের বাঁধনে।
তুমি জাননা, আমি তোমারে পেয়েছি
অজানা সাধনে॥
সে সাধনায় মিশিয়া যায় বকুল গন্ধ
সে সাধনায় মিলিয়া যায় কবির ছন্দ
তুমি জাননা ঢেকে রেখেছি তোমার নাম
রঙিন ছায়ার আচ্ছাদনে॥
তোমার অরূপমূর্ত্তি খানি
ফাল্গুনের আলাতে বসাই আনি
অরূপ মূর্ত্তি খানি।
বাঁশরী বাজাই ললিত বসন্তে
সুদূর দিগন্তে
সোনার আভায় কাঁপে তব উত্তরী
গানের তানে সে উন্মাদনে॥

কথা : রবীন্দ্রনাথ।
কণ্ঠ : সুচিত্রা মিত্র, হেমন্ত মুখার্জী।

মিতালী ফিল্মসের
উপহার

সৌমিত্র / সন্ধ্যা রায়
মিঠুন চক্রবর্তী / ছায়া দেবী
অনুপ / রবি
সুলতা ও রুমকী

শীতলামাতা পিকচার্স নিবেদিত / প্রশান্ত চৌধুরীর

নদী থেকে সাগরে

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা অরবিন্দ মুখার্জী

সংগীত হেমন্ত মুখার্জী

এম.এফ. স্টাফ মুভীজের
নারায়ণ সান্যালের চাঞ্চল্যকর উপন্যাস

অশ্লীলতার দায়ে

অবলম্বনে
পরিচালনা বিভায় বসু

চিত্রযুগের পক্ষে বিমল মুখার্জী কর্তৃক প্রকাশিত এবং ন্যাশনাল আর্ট প্রেস,
১৫৭এ, লেনিন সরনী কলিকাতা-১৩ থেকে মুদ্রিত।